পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৭৫তম সভার কার্যবিবরণী

০৮/০৪/২০১৪, ০৯/০৪/২০১৪, ১০/০৪/২০১৪, ১৩/০৪/২০১৪ ও ২০/০৪/২০১৪ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির আহবায়ক ও পরিবেশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান-এর সভাপতিত্বে অধিদপ্তরের সম্মেলনকক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৭৫তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর শেষ পাতায় দ্রষ্টব্য।

সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী কমিটির সদস্য-সচিব বিভিন্ন বিভাগীয় দপ্তর হতে প্রাপ্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক প্রস্তাবনা/নথিসমূহ পর্যায়ক্রমে সভায় উপস্থাপন করেন। প্রত্যেকটি বিষয়ে কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দ বিস্তারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নরূপ সুপারিশ ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

ক) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. **Flood and Riverbank Erosion Risk Management Investment Program, Bangladesh Water Development Board, Dhaka** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বন্যা নিয়ন্ত্রন প্রকল্প)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, উপস্থাপিত ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. **মক্কা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি লিঃ, মহাকাল, নওয়াপাড়া, যশোর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সিমেন্ট কারখানা)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, বায়ুর বিশ্লেষিত ফলাফল, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ৩৬১তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে দাখিলকৃত কাগজপত্র এবং **বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ** সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র ক্লিংকার থেকে সিমেন্ট প্রস্তুতের জন্য প্রযোজ্য; কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ করতে হবে।

ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় বর্জ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থাপিত Dust Collector-সমূহ সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঙ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে Down wind direction-এ কারখানার চতুপার্শ্বস্থ বায়ুর গুনগতমান (SPM /PM_{10}) অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার Down wind direction-এ কারখানার চতুপার্শ্বস্থ বায়ুর গুনগতমান (SPM /PM_{10}) অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ছ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।

জ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঝ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।

ঞ) কারখানার চত্তরে উন্মুক্ত অবস্থায় কোন ক্লিংকার, জিপসাম, চুনাপাথর ইত্যাদি রাখা যাবেনা।

ট) Raw materials এবং Finished Products loading, unloading, Transport করার সময় Dust নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকরভাবে চালূ রাখতে হবে।

ঠ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

ড) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঢ) কারখানা চত্ত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ণ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

থ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

দ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩. **শান্তা কেমিক্যাল কোং, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মশার কয়েল প্রস্তুত)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত এবং ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৬৬তম সভার সিদ্ধান্ত পুনঃবিবেচনার জন্য উদ্যোক্তার আবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র মশার কয়েল প্রস্তুতের জন্য প্রযোজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, নতুন ধরনের সার উৎপাদন, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে তরল-বর্জ্য/বায়বীয় বর্জ্য-এর নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) ইএমপি প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সর্বদা কার্যকরী ভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) এ কারখানায় সৃষ্ট তরলবর্জ্য সরাসরি পরিবেশে নির্গমন করা যাবেনা।

ঙ) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ২ (দুই) বছরের জন্য প্রযোজ্য হবে। আলোচ্য কারখানাটি আগামী ২ (দুই) বছরের মধ্যে অন্যত্র পরিবেশসম্মত শিল্পএলাকায় স্থানান্তরপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

চ) রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন, গুদামজাত করণ ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানুয়েল অনুসরণ করতে হবে।

ছ) কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিষ্টার প্রদর্শন করতে হবে।

জ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীপ্রাপ্ত রসায়নবিদ বা Chemical Engineer ছাড়া কারখানার উৎপাদন পরিচালনা করা যাবেনা।

ঝ) কারখাায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা করতে হবে।

ঞ) কারখানায় ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।

ট) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় নির্গমণের মাত্রা বিধিবদ্ধ মানমাত্রা অধিক হলে কারখানায় স্ক্রাবার স্থাপন ও সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালূ রাখতে হবে

ঠ) কারখানার অভ্যন্তরে পর্যাপ্ত ভেন্টিলেশন-এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ড) কারখানায় স্থাপিত জেনারেটরর Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঢ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুনগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে BSTI থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। BSTI এর ছাড়পত্র ব্যতিরেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবে না।

ণ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ত) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক নোজ মাস্ক, চশমা ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

থ) স্বাভাবিক নিয়মে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর বায়ূর গুণগতমান (NOx, Sox, SPM)-এর Monitoring Result পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

দ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ধ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৪. **সামীয়া শীপ রিসাইক্লিং ইন্ডাষ্ট্রিজ (শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড), সাং- কদম রসুল, জাহানাবাদ, ডাকঃ ভাটিয়ারী, ইউপিঃ ৯ নং ভাটিয়ারী, থানাঃ সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ শিপ ব্রেকিং)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র, ইএমপি **প্রতিবেদন,** পরিদর্শন প্রতিবেদন, দাখিলকৃত অন্যান্য কাগজপত্র এবং **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

(১) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর কোন কর্মকান্ড দ্বারা কোন ভাবেই পরিবেশ (মাটি, পানি, বায়ু ও শব্দ) দূষণ করা যাবে না;

(২) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর সৃষ্ট বর্জ্য পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহ এবং তা স্বাস্থ্য ও পরিবেশসমম্মতভাবে অপসারণ করতে হবে;

(৩) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর জন্য প্রযোজ্য; শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট যে কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে;

(৪) ইয়ার্ডের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে;

(৫) এই ইয়ার্ডে ভাঙ্গার জন্য আনীত কোন জাহাজ ভাঙ্গার পূর্বে ইয়ার্ড মালিককে এ মর্মে নিশ্চিত হতে হবে যে, ঐ জাহাজটি প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসারে আমদানী করা হয়েছে এবং ভাঙ্গার জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়েছে;

(৬) পরিবেশ অধিদপ্তরের NOC গ্রহণ করেনি এমন কোন জাহাজ ভাঙ্গা/অন্য কোন উদ্দেশ্যে ইয়ার্ডে আনা যাবে না;

(৭) জাহাজের সবচেয়ে বেশী ঝুঁকিপুর্ন জায়গাসমূহে নিরাপদে যাতায়াত করার জন্য well ventilated ও গ্যাস ফ্রী অবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;

(৮) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে জাহাজ ভাঙ্গার সময় রিসাইকেলেবল দ্রব্যাদি Ship Dismantling Plan অনুযায়ী সংগ্রহ, পৃথকীকরণ, সংরক্ষণসহ রেজিষ্টার্ড ভেন্ডরদের নিকট সরবরাহের ক্ষেত্রে যথাযথ পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং এতদ্‌সংক্রান্ত রেকর্ড মেইনটেইন করতে হবে;

(৯) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে বর্জ্য সংগ্রহ ও Storage সুবিধাদি স্থাপন করতে হবে;

(১০) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর জাহাজ ভাঙ্গা প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট স্লাজ পরিবহনের জন্য ভাউচার এর ব্যবস্থা করতে হবে। জাহাজ হতে তৈল এবং স্লাজ আহরণের সময় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে কোনও তেল/স্লাজ সমুদ্রে না পড়তে পারে। জাহাজের চতুর্পার্শ্বে ওয়েল বুম দ্বারা জাহাজ ঘিরে রাখতে হবে। ভাসমান তেল পরবর্তীতে সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে সংগ্রহপূর্বক অপসারন করতে হবে। ইয়ার্ডে তেল এবং স্লাজ সংরক্ষনের জন্য ওয়েল ট্যাংক স্থাপন করতে হবে। এ তেল/স্লাজ পরিবেশ অধিদপ্তর হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রি করতে হবে। এতদসংক্রান্ত রেজিস্টার বই সংরক্ষণ করতে হবে;

(১১) হ্যাজার্ডাস ম্যাটেরিয়াল বিশেষ করে এ্যাসবেস্টস ও গ্লাস উল ইত্যাদি সংগ্রহ, স্ট্রিপিং ও হ্যান্ডলিং-এর জন্য HEPA Filter যুক্ত নেগেটিভ প্রেশার ক্লোজড সিস্টেম রুম এর ব্যবস্থা করতে হবে। এ ধরণের হ্যাজার্ডাস ম্যাটেরিয়াল চিহ্নিতকরণ, সংগ্রহ, স্ট্রিপিং ও হ্যান্ডলিং-এর জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল নিয়োগ করতে হবে। এ ধরনের বস্তুসমূহ হ্যান্ডলিং ও অপসারণের ক্ষেত্রে ISM (Isolate, Store, Monitor) পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এর কোন বিকল্প পদ্ধতি অনুসরণ করতে হলে তা অবশ্যই পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে;

(১২) হ্যাজার্ডাস ম্যাটেরিয়াল হিসেবে চিহ্নিত পিসিবি প্রশিক্ষিত লোকবলের দ্বারা পরিবেশসম্মতভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ISM পদ্ধতিতে অপসারণ অথবা পরিবেশসম্মতভাবে Incineration করতে হবে;

(১৩) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন করতে হবে। জাহাজ ভাঙ্গা প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য পাম্প করে ইয়ার্ডের ভিতরে স্থাপিত পরিশোধনাগারে পরিশোধনপূর্বক নির্গমন করতে হবে। নির্গমন মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষনিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রান্ত হতে পারবে না;

(১৪) ইয়ার্ডে শীপ ভাঙ্গার কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের জাহাজে উঠানামার জন্য ডেডিকেটেড ক্রেন থাকতে হবে। কোনও অবস্থাতেই ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে জাহাজে উঠানামা করা যাবে না;

(১৫) জাহাজের Spent lubricating oil, Sludge এবং Oil Filter পরিবেশসম্মতভাবে সংগ্রহ ও নিরাপদে মজুদ করতে হবে এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না;

(১৬) তৈল মিশ্রিত তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য Oil Water Separator (API Separator) স্থাপন করতে হবে;

(১৭) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে জাহাজ ভাঙ্গার সময় ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (ODS) আছে এমন সকল যন্ত্রপাতি থেকে ওডিএস সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক পরিবেশসম্মত অপসারণ ও রিসাইক্লিং-এর ব্যবস্থা ও সরঞ্জামাদি নিশ্চিত করতে হবে;

(১৮) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে জাহাজ ভাঙ্গার সময় সংগৃহীত হেভী মেটাল যথাযথভাবে পৃথকীকরণ, সংরক্ষণ ও প্রযোজ্যক্ষেত্রে রিসাইকেল করতে হবে;

(১৯) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। ইয়ার্ডের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে;

(২০) প্রতিষ্ঠানটিতে সুপেয় পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;

(২১) প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং তা সর্বদা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে;

(২২) অগ্নি দূর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণকল্পে ইয়ার্ডে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে;

(২৩) ইয়ার্ডে দুঘটনা রোধে প্রতিমাসে অন্ততঃ একবার করে শ্রমিকদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান ও মহড়ার আয়োজন করতে হবে;

(২৪) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রের্কড সংরক্ষণ করতে হবে;

(২৫) ইয়ার্ডে কর্মরত শ্রমিকদের যথাযথ চিকিৎসার জন্য পর্যাপ্ত চিকিৎসা সামগ্রীসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার ও মেডিক্যাল ষ্টাফ নিয়োজিত করতে হবে;

(২৬) শ্রমিকদের আবাসন সংকট দুরীকরণে স্বাস্থ্যসম্মত আবাসিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;

(২৭) কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যঝুঁকি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক সরঞ্জাম যেমন: হ্যান্ড গ্লোভস, হেলমেট, এয়ার প্লাগ এন্ড এয়ার মাফস, সেফটি স্যুজ, গামবুট, সেফটি গগলস, সেফটি বেল্ট, সেফটি মাস্ক, রেসপিরেটর, বডি প্রটেকশন স্যুট, ইমার্জেন্সী ব্রেথিং ডিভাইস ইত্যাদি শ্রমিকদের সরবরাহ করা ও এ সবের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;

(২৮) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে সকল ধরনের সতর্কীকরণ সাইনবোর্ড, নোটিশ, সংকেত , স্ট্যান্ডার্ড কালার কোড ইত্যাদি যথাস্থানে স্থাপন করতে হবে;

(২৯) যে কোন ধরনের দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে জরুরী নির্গমণ পথ চিহ্নিত করতে হবে;

(৩০) কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে সকল ব্যবস্থা ও সরঞ্জামাদি স্থাপন ও প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে;

(৩১) একঘেয়েমী কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য মাঝে মাঝে শ্রমিকদের বিনোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(৩২) দূর্ভাগ্যক্রমে দূর্ঘটনায় আহত কিংবা নিহত ব্যক্তিবর্গের ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ লেবার কোর্ট-এর মাধ্যমে প্রদান করতে হবে;

(৩৩) এ কর্মকান্ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিটি ইয়ার্ডে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা/কর্মচারী/শ্রমিক নিয়োগ করতে হবে;

(৩৪) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে কর্মরত দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকসহ কর্মকর্তাদের তালিকা (নাম, পদবী ও ঠিকানাসহ) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে এবং সময়ে সময়ে এর আপডেট তালিকা পরিবেশ অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে;

(৩৫) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডগুলোতে কর্মপরিবেশগত নিরাপত্তা (OHS) ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে;

(৩৬) ইয়ার্ডটি যথাসম্ভব গুড হাউজ কিপিং এর মাধ্যমে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে;

(৩৭) ইয়ার্ডে যথাসম্ভব রাত্রিকালীন কাজ পরিহার করতে হবে। উপযুক্ত লাইটিং সিস্টেম ছাড়া রাত্রিকালীন কোন কাজ করা যাবে না;

(৩৮) যে কোন ধরনের দুর্ঘটনা মোকাবেলার জন্য ইমার্জেন্সী রেসপন্স প্ল্যান পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে এবং এই প্ল্যান অনুসারে সকল সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে;

(৩৯) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডগুলোতে ভারী লোহার প্লেট বহনের ক্ষেত্রে ম্যাগনেটিক ক্রেন ব্যবহার করতে হবে। কোনক্রমেই বহন ক্ষমতার অতিরিক্ত ভারী বস্তু ম্যানুয়ালী হ্যান্ডলিং ও বহন করানো যাবে না;

(৪০) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে কর্মরত সকল লোকবলের ডিউটি রোষ্টার, চেইন অফ কমান্ড, রিপোর্টিং এবং দায়-দায়িত্ব সুনির্দিষ্টকরণ, অনুসরণ ও প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে এবং এ বিষয়ে যথাযথভাবে রেকর্ড মেইনটেইন করতে হবে; ডিউটি রোষ্টার ইয়ার্ডের প্রকাশ্য স্থানে ঝুলিয়ে রাখতে হবে;

(৪১) ইয়ার্ডের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রাসহ OHS ও ইয়ার্ডে কর্মরত লোকবলের স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রতি ০৩ (তিন) মাস অন্তর মনিটরিং রিপোর্ট পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে;

(৪২) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে পরিবেশ দূষণমূলক কোন অভিযোগ উত্থাপিত ও অত্র দপ্তর কর্তৃক তা প্রমানিত হলে অত্র দপ্তরের নির্দেশিত নিয়ন্ত্রণ/সংশোধনমূলক ব্যবস্থাদি (কার্যক্রম বন্ধসহ) গ্রহণে শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ বাধ্য থাকবে;

(৪৩) এ ছাড়পত্র কোন অবস্থাতেই হস্তান্তর যোগ্য নয়;

(৪৪) ছাড়পত্রের মূলকপি শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট টীম বা কোন কর্মকর্তা ইয়ার্ড পরিদর্শনে গেলে তাদেরকে ছাড়পত্র প্রদর্শন ও শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডের কার্যক্রম পরিদর্শনে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে;

(৪৫) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর পরিচালনার ক্ষেত্রে অননুমোদিত দূষণকারী শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড পরিচালনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত উচ্চ পর্যায়ের কারিগরী কমিটির নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে;

(৪৬) সরকার কর্তৃক জাহাজ ভাঙ্গা ও বিপদজনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা এবং জাহাজভাঙ্গা ইয়ার্ডের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য পরিশোধন, শ্রমিক/কর্মচারীদের পেশাগত স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রণীত গাইডলাইন জারী হওয়ার পর তার আলোকে শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড এর কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে;

(৪৭) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের উদ্দেশ্যে মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে;

(৪৮) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে;

(৪৯) সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত যে কোন নির্দেশনা (যাহা উপরে উল্লেখিত শর্তে আরোপ করা হয়নি) প্রতিপালনে সংশ্লিষ্ট শীপ ইয়ার্ড বাধ্য থাকবে;

(৫০) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর কার্যক্রম পরিচালনাকালে পরিবেশ দূষণজনিত কারণে জনজীবন ও পরিবেশ বিপর্যস্ত হইবার আশংকা দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলসহ যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

(৫১) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ৪ক ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর কার্যক্রম সার্বক্ষণিক মনিটরিং এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয় ছাড়াও বিস্ফোরক অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, প্রধান কারখানা পরিদর্শকের কার্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে এতদ্বারা অনুরোধ জানানো হলো;

(৫২) উপরে উল্লেখিত ১-৫১ ক্রমিকে বর্ণিত যে কোন শর্ত ভংগ করলে এ ছাড়পত্র বাতিল করা হবে এবং শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর বিরূদ্ধে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ ও এর আওতায় সময়ে সময়ে জারীকৃত বিধিমালার আওতায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

(৫৩) উপরোল্লিখিত শতাদিসহ EMP প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures আগামী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে মর্মে ১৫০ টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে নোটারী পাবলিকের মাধ্যমে একটি অঙ্গীকারনামা ছাড়পত্র জারীর ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা বরাবরে দাখিল করতে হবে এবং এর অনুলিপি পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয় বরাবরে প্রেরণ করতে হবে। অন্যথায় এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে;

(৫৪) উপরোল্লিখিত শর্তাদিসহ EMP প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures আগামী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন করে পরিবেশ অধিদপ্তরকে অবহিত করতে হবে। অন্যথায় এ ছাড়পত্র বাতিল করা হবে;

(৫৫) ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে আনীত জাহাজটি যে স্থানে এসে ভিড়বে, সেই জায়গার যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পাদিত চুক্তিনামার সত্যায়িত কপি ছাড়পত্র জারীর ০১ (এক) মাসের মধ্যে মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা বরাবরে দাখিল করতে হবে এবং এর অনুলিপি পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয় বরাবরে প্রেরণ করতে হবে। অন্যথায় এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে;

(৫৬) উল্লেখিত Mitigation Measures বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে কোন জাহাজ ভাঙ্গা যাবে না। এর কোন ব্যত্যয় হলে শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড এবং সংশ্লিষ্ট জাহাজের বিরূদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫. **এম জি এল বিডি লিঃ, ঈশ্বরদী ইপিজেড, পাকশী, পাবনা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ম্যানিকুইন হেডস্ ও উইগ (মানুষের পরচুলা) তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি **প্রতিবেদন,** পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র কৃত্রিম চুল তৈরীর জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে । কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) ইএমপি ফরম্যাটে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য (চুলের বর্জ্য ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরিবেশসম্মতভাবে নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘ) ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।

ঙ) ফ্লোর-ওয়াশিং কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি নিজস্ব সীমানার বাইরে নিক্ষেপ করা যাবেনা । এ ধরনের তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং-ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।

চ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় বর্জ্য পর্যাপ্ত সংখ্যক Exhaust ফ্যান এর মাধ্যমে নির্গমন ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ছ) কারখানায় সৃষ্ট শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি সর্বদা কার্যক্ষম রাখতে হবে এবং শব্দের মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর মধ্যে থাকতে হবে।

জ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা ঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঝ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, নোজ মাস্ক, সেফটি গ্লাস, হ্যান্ডগ্লোভস, হ্যালমেট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঞ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ট) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৬. **যমুনা ইলেকট্রনিক্স এন্ড অটোমোবাইলস লিঃ, সিনবাহ, কালিয়াকৈর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ফ্রিজ, টিভি, এয়ারকন্ডিশনার, মোটর সাইকেল তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য কারখানার অনুকূলে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক **নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে** ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত **ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত** হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ফ্রিজ, টিভি, এয়ারকন্ডিশনার, মোটর সাইকেল প্রস্তুত করার জন্য প্রযোজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) এ কারখানায় কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের জন্য বিদেশ থেকে কোন প্রকার বর্জ্য আমদানী করা যাবেনা।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে গ্যাসীয় নিঃসরণ বিশেষতঃ মারকারি এবং বস্তু কণার নিঃসরণ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা ।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের ক্ষেত্রে স্থাপিত এক্সজষ্ট ফ্যান এবং কারখানার জেনারেটর থেকে নির্গত ধোঁয়া নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) কারখানার মেশিনপত্র/ফ্লোর ওয়াশিং হতে সৃষ্ট তেল মিশ্রিত পানি/তরল বর্জ্য কোন ক্রমেই অপরিশোধিত অবস্থায় নিজ সীমানার বাইরে নির্গত করা যাবে না। ওয়েল সেপারেটরের মাধ্যমে তেল মিশ্রিত পানি থেকে তেল পৃথক করতে হবে এবং এ থেকে নির্গত বর্জ্য পানি ইটিপির মাধ্যমে যথাযথভাবে পরিশোধন করে নির্গত করতে হবে। ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিট ব্যবহার করতে হবে।

ছ) কারখানার সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি পরিবেশে নিক্ষেপ করা যাবেনা । এধরনের বর্জ্য পুনব্যবহার উপযোগী না হলে তা কেবলমাত্র বিশেষ প্রক্রিয়ায় Secure Landfill-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

জ) কারখানাসৃষ্ট প্লাস্টিক জাতীয় কঠিন বর্জ্য Recycling করতে হবে।

ঝ) কারখানার কাঁচামাল সংগ্রহের তথ্যাদি একটি রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিষ্টারটি পরীক্ষা করা হবে। কারখানায় Good House-keeping ব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে।

ঞ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত নোজ মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, সেফটি গ্লাস, বুট, হেলম্যাট ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ট) কারখানার কর্মরত শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতৎসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং অত্র দপ্তর হতে আকস্মিক পরিদর্শনের সময় তা দেখাতে হবে।

ঠ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ণ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) এবং কারখানার পরিবেষ্টক বায়ুর গুনগতমান পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে ।

ত) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুনগতমান নিশ্চিতকল্পে BSTI বা সংশ্লিষ্ট সংস্থা হতে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হবে। উক্ত সার্টিফিকেট ছাড়া পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবেনা।

থ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

দ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৭. **মেসার্স পি এইচ পি পেট্রো রিফাইনারী লিঃ, সাং- বারবকুন্ড, পোষ্ট-বারবকুন্ড, উপজেলা-সীতাকুন্ড, জেলা-চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সলভেন্ট, পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন ইত্যাদি তৈরী)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র সলভেন্ট, পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন ইত্যাদি তৈরীর জন্য প্রযোজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার মেশিনপত্র/ফ্লোর ওয়াশিং হতে সৃষ্ট তেল মিশ্রিত পানি/তরল বর্জ্য কোন ক্রমেই অপরিশোধিত অবস্থায় নিজ সীমানার বাইরে নির্গত করা যাবে না। ওয়েল সেপারেটরের মাধ্যমে তেল মিশ্রিত পানি থেকে তেল পৃথক করতে হবে এবং এ থেকে নির্গত বর্জ্য পানি যথাযথভাবে পরিশোধন করে নির্গত করতে হবে। ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিট ব্যবহার করতে হবে।

গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট স্লাজ কারখানা চত্বরে সংরক্ষণ করতে হবে এবং উপযুক্ত ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

ঘ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুনগতমান নিশ্চিতকল্পে BSTI বা সংশ্লিষ্ট সংস্থা হতে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হবে। উক্ত সার্টিফিকেট ছাড়া পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবেনা।

ঙ) কারখানা থেকে সৃষ্ট কঠিন বর্জ্যের জন্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের ক্ষেত্রে স্থাপিত এক্সজষ্ট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ছ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত ও পরবর্তীতে বাস্তবায়িত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

জ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঝ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে সার্বক্ষণিক এপ্রোন, হাত গ্লাভস, নোজ মাস্ক, চশমা ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ঞ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ট) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৮. **মোতালেব মনোয়ারা কম্পোজিট (প্রাঃ) লিঃ, রামারবাগ, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ফেব্রিক্স নিটিং, ডাইং, প্রিন্টিং এবং গার্মেন্টস) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, ৪০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতাসম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য কারখানার অনুকূলে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ফেব্রিক্স নিটিং, ডাইং, প্রিন্টিং এবং গার্মেন্টস -এর জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নির্গমন মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) স্থাপিত ইটিপিসহ ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নমুনা সংগ্রহ পূর্বক বিশ্লেষিত ফলাফল অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঙ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে ।

চ) ইটিপি-র ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ছ) তরলবর্জ্য পরিশোধনের পর ফিল্টার প্রেসের মাধ্যমে সৃষ্ট স্লাজ নিজ চত্বরে কমপক্ষে ৬ মাস ধারণ করার পর শুষ্ক-মৌসুমে তা পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে রেজিষ্টার মেইনটেইন করতে হবে। এছাড়া কারখানার তরলবর্জ্য নির্গমন ইটিপি এর মাধ্যমে নির্গমন ব্যতীত কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে অপসারণ করা যাবেনা ।

জ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।

ঝ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে ।

ঞ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ট) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঠ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ড) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ঢ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে ।

ণ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ত) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে। অন্যথায়, ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না ও ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।

থ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

দ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে ।

৯. **ফরচুন মেটাল প্রসেসিং কোম্পানি, প্লট-১৪৮, ঈশ্বরদী ইপিজেড, ঈশ্বরদি, পাবনা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ রি-কন্ডিশন ইঞ্জিন উৎপাদন)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র রি-কন্ডিশন ইঞ্জিন উৎপাদন-এর জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে । কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) ইএমপি ফরম্যাটে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য (লোহার টুকরা ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরিবেশসম্মতভাবে নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে ।

ঘ) ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।

ঙ) দাখিলকৃত অঙ্গীকারনামা অনুযায়ী কারখানায় কোন তরল বর্জ্য হবে না বিধায় এ ধরনের তরল-বর্জ্য কোন ক্রমেই নিজস্ব সীমানার বাইরে নির্গমণ করা যাবেনা ।

চ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় বর্জ্য পর্যাপ্ত সংখ্যক Exhaust ফ্যান এর মাধ্যমে নির্গমন ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ছ) কারখানায় সৃষ্ট শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি সর্বদা কার্যক্ষম রাখতে হবে এবং শব্দের মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর মধ্যে থাকতে হবে।

জ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা ঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঝ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, নোজ মাস্ক, সেফটি গ্লাস, হ্যান্ডগ্লোভস, হ্যালমেট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঞ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ট) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঠ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১০. ফারজানা ইউনিক কেমিক্যাল ওয়ার্কস বাংলাদেশ, কদমতলী, ২৭ নিউ শ্যামপুর, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ রং প্রস্তুত)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র রং প্রস্তুতের জন্য প্রযোজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না; তরল বর্জ্য পুনঃচক্রায়ন করে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করতে হবে।

গ) ইএমপি প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন, গুদামজাত ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানুয়েল অনুসরণ করতে হবে।

ঙ) কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিষ্টার প্রদর্শন করতে হবে।

চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪ (চার) বার কারখানার চতুপার্শ্বস্থ বায়ুর গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক তার ফলাফল অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ছ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীপ্রাপ্ত রসায়নবিদ বা Chemical Engineer ছাড়া কারখানার উৎপাদন পরিচালনা করা যাবেনা।

জ) কারখানায় সৃষ্ট কঠিনবর্জ্য Environmentally Sound Disposal-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

ঝ) কারখানায় ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।

ঞ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুনগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে BSTI থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। BSTI এর ছাড়পত্র ব্যতিরেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবে না।

ট) অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা ডাবল স্টেয়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঠ) কর্মরত শ্রমিকদের কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক নোজ মাস্ক,চশমা ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ড) কারখানা চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে। কারখানার চারপাশে উঁচু দেওয়াল নির্মাণ করতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ, তরল ও বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১১. উইন এগ্রো লিমিটেড, ইসলামপুর (হরিগাড়ী), বটতলা, সদর, বগুড়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কীটনাশক ও সার রি-প্যাকিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র কীটনাশক ও সার রি-প্যাকিং এর জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট যে কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে তরল-বর্জ্য/বায়বীয় বর্জ্য-এর নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা ।

কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) ইএমপি ফরম্যাটে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সর্বদা কার্যকরী ভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) দাখিলকৃত অঙ্গীকারনামা অনুযায়ী এ কারখানায় সৃষ্ট তরলবর্জ্য কোন ক্রমেই নিজস্ব সীমানার বাইরে নির্গমণ করা যাবেনা । এ ধরণের তরলবর্জ্য Neutralization সিস্টেমের মাধ্যমে পরিশোধন ও অপসারণ ব্যবস্থা সর্বদা কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে ।

ঙ) রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন, গুদামজাত করণ ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানুয়েল অনুসরণ করতে হবে।

চ) কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিষ্টার প্রদর্শন করতে হবে ।

ছ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীপ্রাপ্ত রসায়নবিদ বা Chemical Engineer ছাড়া কারখানার উৎপাদন পরিচালনা করা যাবেনা।

জ) কারখায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা করতে হবে ।

ঝ) কারখানায় ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।

ঞ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় নির্গমণের মাত্রা বিধিবদ্ধ মানমাত্রার অধিক হলে কারখানায় স্ক্রাবার স্থাপন ও সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালূ রাখতে হবে

ট) কারখানায় স্থাপিত জেনারেটরর Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা ।

ঠ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুনগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর-এর ছাড়পত্র ব্যতিরেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবে না ।

ড) কারখানার কাঁচামাল বহনকারী খালি ড্রাম বা কনটেইনার পরিবেশসম্মতভাবে দূষণমুক্ত ও পুনঃব্যবহারের অনুপযোগী করে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্ক্র্যাপ করে (স্টীল ড্রামের ক্ষেত্রে) রিসাইক্লিংকারীদের নিকট বিক্রয় করতে হবে।

ঢ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে ।

ণ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক নোজ মাস্ক, চশমা ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ত) স্বাভাবিক নিয়মে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর বায়ুর গুণগতমান (SOx, NOx, SPM)-এর Monitoring Result পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

থ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

দ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ধ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১২. নান্নু স্পিলিং মিলস্ লিঃ, কাতরারচক, ভুলতা, রুপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্যাস জেনারেটরের মাধ্যমে ১.৯৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ইএমপি ফরমেট ও বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ১.৯৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৩. বাসেদ এন্ড সন্স স্টীল এন্ড রি-রোলিং মিলস্ লিঃ, ৯/বি, শ্যামপুর (আলীবহর), কদমতলী, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্যাস জেনারেটরের মাধ্যমে ২.৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ইএমপি ফরমেট ও বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ২.৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৪. এপেক্স পলিমার কর্পোরেশন লিঃ, ৪২০/এ, তেজগাঁও, শিল্প এলাকা, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জেনারেটরের মাধ্যমে ৬৬০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ইএমপি ফরমেট ও বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে সংশ্লিষ্ট মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ৬৬০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৫. এস কিউ লাইটস লিঃ, প্লট নং- ১৯৮৬, মৌজা-১২৪, কেওঢালা (৪র্থ ও ৫ম তলা), মদনপুর, থানাঃ বন্দর, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এনার্জি সেভিং বাল্ব উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য কারখানার অনুকূলে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক **নিম্নবর্ণিত** বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র এনার্জি সেভিং বাল্ব প্রস্তুত করার জন্য প্রযোজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) এ কারখানায় কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের জন্য বিদেশ থেকে কোন প্রকার বর্জ্য আমদানী করা যাবেনা।

গ) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ EMP প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে গ্যাসীয় নিঃসরণ বিশেষতঃ মারকারি এবং বস্তু কণার নিঃসরণ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা।

ঙ) কারখানাসৃষ্ট প্লাস্টিক জাতীয় কঠিন বর্জ্য Recycling করতে হবে।

চ) কারখানায় ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।

ছ) কারখানার সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি পরিবেশে নিক্ষেপ করা যাবেনা। এধরনের বর্জ্য পুনব্যবহার উপযোগী না হলে তা কেবলমাত্র বিশেষ প্রক্রিয়ায় Secure Landfill-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

জ) কারখানার কাঁচামাল সংগ্রহের তথ্যাদি একটি রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিষ্টারটি পরীক্ষা করা হবে। কারখানায় Good House-keeping ব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে।

ঝ) কারখানার জেনারেটর নির্গত ধোঁয়া নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঞ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত নোজ মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, সেফটি গ্লাস, বুট, হেলম্যাট ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ট) কারখানার কর্মরত শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতৎসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং অত্র দপ্তর হতে আকস্মিক পরিদর্শনের সময় তা দেখাতে হবে।

ঠ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ণ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানার পরিবেষ্টক বায়ুর গুনগতমান (SPM) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ত) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুনগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে BSTI বা সংশ্লিষ্ট সংস্থা হতে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হবে। উক্ত সার্টিফিকেট ছাড়া পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবেনা।

থ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

দ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৬. এস এস ইন্ডাস্ট্রিজ, বাগহাটা(টেক পাড়া), নরসিংদী সদর, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পরিত্যক্ত টায়ার পাইরোলাইসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বন ব্লাক, জ্বালানী তৈল উৎপাদন) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ **প্রতিবেদন,** পরিদর্শন প্রতিবেদন, **বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ** এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য/উপাত্ত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র টায়ার পাইরোলাইসিস এর জন্য প্রযোজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না; তরল বর্জ্য পুনচক্রায়ন করে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) কারখানার উৎপাদনকালে সৃষ্ট কার্বন ব্লাক ডাস্ট স্বয়ংক্রিয় ব্যাগিং পদ্ধতিতে সংগ্রহ করতে হবে এবং দুর্গন্ধ নিয়ন্ত্রণের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদি সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন, গুদামজাত ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানুয়েল অনুসরণ করতে হবে।

চ) কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিষ্টার প্রদর্শন করতে হবে।

ছ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪ (চার) বার কারখানার চতুপার্শ্বস্থ বায়ুর গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক তার ফলাফল অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে।

জ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীপ্রাপ্ত রসায়নবিদ বা Chemical Engineer ছাড়া কারখানার উৎপাদন পরিচালনা করা যাবেনা।

ঝ) কারখানায় সৃষ্ট কঠিনবর্জ্য Environmentally Sound Disposal-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

ঞ) কারখানায় ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিটের মাধ্যমে নিগমন করতে হবে।

ঞ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুনগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে BSTI অথবা অনুমোদিত সংস্থা থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। BSTI অথবা অনুমোদিত সংস্থার ছাড়পত্র ব্যতিরেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবে না।

ট) অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা ডাবল স্টেয়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঠ) কর্মরত শ্রমিকদের কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক নোজ মাস্ক (রেসপিরেটর), হ্যান্ড গ্লাভস, সেফটি গ্লাস, বুট, হেলম্যাট ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ড) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ঢ) কারখানা চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে। কারখানার চারপাশে উঁচু দেওয়াল নির্মাণ করতে হবে।

ণ) জ্বালানী হিসেবে কোন ধরনের কাঠ ব্যবহার করা যাবে না।

ত) কারখানার শব্দ, তরল ও বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

থ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৭. মেসার্স এম কে এস কে প্রাঃ লিঃ, ১০২-৫ চৌয়ারা, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পরিত্যক্ত টায়ার পাইরোলাইসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বন ব্লাক, জ্বালানী তৈল উৎপাদন)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, দাখিলকৃত অন্যান্য কাগজপত্র, পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য/উপাত্ত এবং সংশ্লিষ্ট **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র টায়ার পাইরোলাইসিস এর জন্য প্রযোজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না; তরল বর্জ্য পুনচক্রায়ন করে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) কারখানার উৎপাদনকালে সৃষ্ট কার্বন ব্লাক ডাস্ট স্বয়ংক্রিয় ব্যাগিং পদ্ধতিতে সংগ্রহ করতে হবে এবং দুর্গন্ধ নিয়ন্ত্রণের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদি সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন, গুদামজাত ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানুয়েল অনুসরণ করতে হবে।

চ) কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিষ্টার প্রদর্শন করতে হবে।

ছ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪ (চার) বার কারখানার চতুপার্শ্বস্থ বায়ুর গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক তার ফলাফল অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে।

জ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীপ্রাপ্ত রসায়নবিদ বা Chemical Engineer ছাড়া কারখানার উৎপাদন পরিচালনা করা যাবেনা।

ঝ) কারখানায় সৃষ্ট কঠিনবর্জ্য Environmentally Sound Disposal-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

ঞ) কারখানায় ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিটের মাধ্যমে নিগমন করতে হবে।

ঞ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুনগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে BSTI অথবা অনুমোদিত সংস্থা থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। BSTI অথবা অনুমোদিত সংস্থার ছাড়পত্র ব্যতিরেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবে না।

ট) অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা ডাবল স্টেয়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঠ) কর্মরত শ্রমিকদের কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক নোজ মাস্ক (রেসপিরেটর), হ্যান্ড গ্লাভস, সেফটি গ্লাস, বুট, হেলম্যাট ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ড) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ঢ) কারখানা চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে। কারখানার চারপাশে উঁচু দেওয়াল নির্মাণ করতে হবে।

ণ) জ্বালানী হিসেবে কোন ধরনের কাঠ ব্যবহার করা যাবে না।

ত) কারখানার শব্দ, তরল ও বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

থ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৮. রিজেন্ট এনার্জি এন্ড পাওয়ার লিঃ, গরবাড়ী, পলাশ, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১০৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন) ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র ১০৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থাপিত Flue Gas De-Sulfurization (FGD) এবং বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৯. মেসার্স মডার্ন টাওয়েলস (বিডি) লিঃ, প্লট নং- ৯-১১, সেক্টর-১, সিইপিজেড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টেরী টাওয়েল ডাইং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য কারখানার অনুকূলে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র টেরী টাওয়েল ডাইং -এর জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার সংশ্লিষ্ট সিইটিপির তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে ।

ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

চ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।

ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে ।

জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঝ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঢ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে। অন্যথায়, ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না ও ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।

ণ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

ত) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২০. মেসার্স প্রিমিয়ার ১৮৮৮ লিঃ, প্লট নং-৪১-৪৭, সেক্টর-০৭, সিইপিজেড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টেরী টাওয়েল ডাইং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য কারখানার অনুকূলে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র টেরী টাওয়েল ডাইং -এর জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক

সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার সংশ্লিষ্ট সিইটিপির তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে ।

ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

চ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।

ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে ।

জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঝ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে ।

ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঢ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে। অন্যথায়, ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না ও ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।

ণ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

ত) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২১. ভেনচার এনার্জি রিসোর্সেস লিঃ (গ্যাসভিত্তিক সম্প্রসারিত ২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র), খেয়াঘাটস্থ, পূর্ব চরকালী, ভোলা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সম্প্রসারিত ২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন) ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৭২তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে দাখিলকৃত কাগজপত্র এবং বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয় । পর্যালোচনান্তে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক আলোচ্য সম্প্রসারিত ২০ মেগাওয়াট গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের অনুকূলে নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র সম্প্রসারিত ২০ মেগাওয়াট গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে প্রকল্পে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) প্রকল্পের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২২. নিউ সিটি ডাইং (প্রাঃ) লিঃ, পোস্ট অফিস রোড, লালপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ওভেন ফেব্রিক্স ডাইং, প্রিন্টিং এবং ফিনিশিং) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, ১৫ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতাসম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য কারখানার অনুকূলে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ওভেন ফেব্রিক্স ডাইং, প্রিন্টিং এবং ফিনিশিং-এর জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নির্গমন মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) স্থাপিত ইটিপিসহ ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নমুনা সংগ্রহ পূর্বক বিশ্লেষিত ফলাফল অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঙ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে ।

চ) ইটিপি-র ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ছ) তরলবর্জ্য পরিশোধনের পর ফিল্টার প্রেসের মাধ্যমে সৃষ্ট স্লাজ নিজ চত্তরে কমপক্ষে ৬ মাস ধারণ করার পর শুষ্ক-মৌসুমে তা পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে রেজিষ্টার মেইনটেইন করতে হবে। এছাড়া কারখানার তরলবর্জ্য নির্গমন ইটিপি এর মাধ্যমে নির্গমন ব্যতীত কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে অপসারণ করা যাবেনা ।

জ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।

ঝ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঞ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ট) কারখানা চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঠ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ড) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ঢ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ণ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ত) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে। অন্যথায়, ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না ও ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।

থ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

দ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৩. মেসার্স প্যারাডাইস ওয়াশিং প্লান্ট লিঃ, ১২৩, পাগাড়, টঙ্গী, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ওয়াশিং, টিন্টিং/ওভার ডাইং এবং ফিনিশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ১০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন, তরল বর্জ্যের বিশ্লেষিত ফলাফল এবং **বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ** সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য কারখানার অনুকূলে ওয়াশিং কার্যক্রমের জন্য গত ১০/০৭/২০১২ তারিখে পরিবেশ/ঢাবি/গাঃজেঃ/১০৯৪৫/ছাড়-১০৫ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে প্রদত্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক আলোচ্য কারখানায় ওয়াশিং ও ওভার ডাইং/টিন্টিং এবং ফিনিশিং কার্যক্রমের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ওয়াশিং, টিন্টিং/ওভার ডাইং এবং ফিনিশিং-এর জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নির্গমন মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) স্থাপিত ইটিপিসহ ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নমুনা সংগ্রহ পূর্বক বিশ্লেষিত ফলাফল অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঙ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে ।

চ) ইটিপি-র ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ছ) তরলবর্জ্য পরিশোধনের পর ফিল্টার প্রেসের মাধ্যমে সৃষ্ট স্লাজ নিজ চত্বরে কমপক্ষে ৬ মাস ধারণ করার পর শুষ্ক-মৌসুমে তা পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে রেজিষ্টার মেইনটেইন করতে হবে। এছাড়া কারখানার তরলবর্জ্য নির্গমন ইটিপি এর মাধ্যমে নির্গমন ব্যতীত কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে অপসারণ করা যাবেনা ।

জ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।

ঝ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঞ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ট) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঠ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ড) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ঢ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ণ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ত) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে। অন্যথায়, ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না ও ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।

থ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

দ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৪. মেসার্স কপারটেক ইন্ডাঃ লিঃ, গ্রামঃ হরিতলা, উপজেলাঃ মাধবপুর, হবিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কপার টিউব, কপার পাইপ, ফ্ল্যাটবার, ওয়েল্ডিং রড ইত্যাদি প্রস্তুত)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য কারখানার অনুকূলে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অফিস কর্তৃক **নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে** ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ পরিবেশগত **ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত** হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র কপার টিউব, কপার পাইপ, ফ্ল্যাটবার, ওয়েল্ডিং রড ইত্যাদি প্রস্তুত করার জন্য প্রযোজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানায় কোন প্রকার Hazardous chemical, প্লাস্টিক, পলিথিন ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ মিশ্রিত ক্যান বা কন্টেইনার স্ক্র্যাপ কাচাঁমাল হিসেবে ব্যবহার করা যাবেনা।

গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে কালো ধোঁয়া ও বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

ঘ) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কারখানায় স্থাপিত Fume Extraction System সার্বক্ষণিক কার্যকারীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঙ) ইআইএ প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঙ) কারখানাসৃষ্ট প্লাস্টিক জাতীয় কঠিন বর্জ্য Recycling করতে হবে।

চ) কারখানায় ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।

ছ) কারখানার সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি পরিবেশে নিক্ষেপ করা যাবেনা । এধরনের বর্জ্য পুনব্যবহার উপযোগী না হলে তা কেবলমাত্র বিশেষ প্রক্রিয়ায় Secure Landfill-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

জ) কারখানার কাঁচামাল সংগ্রহের তথ্যাদি একটি রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিষ্টারটি পরীক্ষা করা হবে। কারখানায় Good House-keeping ব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে।

ঝ) কারখানার জেনারেটর নির্গত ধোঁয়া নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে ।

ঞ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত নোজ মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, সেফটি গ্লাস, বুট, হেলম্যাট ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ট) কারখানার কর্মরত শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতৎসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং অত্র দপ্তর হতে আকস্মিক পরিদর্শনের সময় তা দেখাতে হবে।

ঠ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ণ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানার পরিবেষ্টক বায়ুর গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক তার ফলাফল পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে ।

ত) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুনগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে BSTI অথবা অনুমোদিত সংস্থা থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। BSTI অথবা অনুমোদিত সংস্থার ছাড়পত্র ব্যতিরেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবে না।

থ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

দ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৫. সুপ্রভ কম্পোজিট লিঃ, ভাদাম, টঙ্গী, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিট ফেব্রিক্স ডাইং এন্ড ফিনিশিং) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, ১০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতাসম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য কারখানার অনুকূলে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র নিট ফেব্রিক্স ডাইং এন্ড ফিনিশিং-এর জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নির্গমন মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) স্থাপিত ইটিপিসহ ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নমুনা সংগ্রহ পূর্বক বিশ্লেষিত ফলাফল অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঙ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে ।

চ) ইটিপি-র ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ছ) তরলবর্জ্য পরিশোধনের পর ফিল্টার প্রেসের মাধ্যমে সৃষ্ট স্লাজ নিজ চত্বরে কমপক্ষে ৬ মাস ধারণ করার পর শুষ্ক-মৌসুমে তা পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে রেজিষ্টার মেইনটেইন করতে হবে। এছাড়া কারখানার তরলবর্জ্য নির্গমন ইটিপি এর মাধ্যমে নির্গমন ব্যতীত কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে অপসারণ করা যাবেনা ।

জ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।

ঝ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে ।

ঞ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ট) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঠ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ড) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ঢ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ণ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ত) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে। অন্যথায়, ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না ও ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।

থ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

দ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৬. ইম্পেরিয়াল স্পেশালিটি কেমিক্যালস লিঃ, প্লট নং-৫০, টঙ্গী শিল্প এলাকা, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কাপড়/চামড়া/কাগজ প্রক্রিয়াকরণ অক্সিলারিজ প্রস্তুতকরণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র কাপড়/চামড়া/কাগজ প্রক্রিয়াকরণ অক্সিলারিজ প্রস্তুতকরণের জন্য প্রযোজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না; তরল বর্জ্য পুনঃচক্রায়ন করে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করতে হবে।

গ) ইএমপি প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন, গুদামজাত ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানুয়েল অনুসরণ করতে হবে।

ঙ) কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিষ্টার প্রদর্শন করতে হবে।

চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪ (চার) বার কারখানার চতুপার্শ্বস্থ বায়ুর গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক তার ফলাফল অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ছ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীপ্রাপ্ত রসায়নবিদ বা Chemical Engineer ছাড়া কারখানার উৎপাদন পরিচালনা করা যাবেনা।

জ) কারখানায় সৃষ্ট কঠিনবর্জ্য Environmentally Sound Disposal-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

ঝ) কারখানায় ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।

ঞ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুনগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে BSTI অথবা সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। BSTI বা সংশ্লিষ্ট সংস্থার ছাড়পত্র ব্যতিরেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবে না।

ট) অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা ডাবল স্টেয়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঠ) কর্মরত শ্রমিকদের কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক নোজ মাস্ক,চশমা ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ড) কারখানা চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে। কারখানার চারপাশে উঁচু দেওয়াল নির্মাণ করতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ, তরল ও বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরি-উল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৭. হোলসিম সিমেন্ট (বিডি) লিঃ (জেটি), ১৮, মংলা বন্দর শিল্প এলাকা, মংলা, বাগেরহাট (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জেটি নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অফিস কর্তৃক **নিম্নবর্ণিত** বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র জেটির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের জায়গা সম্প্রসারণ, কার্যক্রম বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি /ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

গ) প্রকল্পের কার্যক্রমে মাধ্যমে সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য (লোহার টুকরা ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরিবেশসম্মতভাবে নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘ) ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।

ঙ) ফ্লোর-ওয়াশিং কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি নিজস্ব সীমানার বাইরে নিক্ষেপ করা যাবেনা। এ ধরনের তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং-ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।

চ) প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে সৃষ্ট শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি সর্বদা কার্যক্ষম রাখতে হবে এবং শব্দের মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর মধ্যে থাকতে হবে।

ছ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে প্রকল্পে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা ঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

জ) প্রকল্পে কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, নোজ মাস্ক, সেফটি গ্লাস, হ্যান্ডগ্লোভস, হ্যালমেট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে সৃষ্ট শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঞ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৮. প্লামি ফ্যাশনস লিঃ, নরসিংহপুর, কাশিপুর, ফতুল্লা, নারায়নঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নীট ফেব্রিক্স ডাইং) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, ৪০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতাসম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য কারখানার অনুকূলে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র নীট ফেব্রিক্স ডাইং -এর জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নির্গমন মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) স্থাপিত ইটিপিসহ ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নমুনা সংগ্রহ পূর্বক বিশ্লেষিত ফলাফল অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঙ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে ।

চ) ইটিপি-র ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ছ) তরলবর্জ্য পরিশোধনের পর ফিল্টার প্রেসের মাধ্যমে সৃষ্ট স্লাজ নিজ চত্বরে কমপক্ষে ৬ মাস ধারণ করার পর শুষ্ক-মৌসুমে তা পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে রেজিষ্টার মেইনটেইন করতে হবে। এছাড়া কারখানার তরলবর্জ্য নির্গমন ইটিপি এর মাধ্যমে নির্গমন ব্যতীত কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে অপসারণ করা যাবেনা ।

জ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।

ঝ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঞ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ট) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঠ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ড) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ঢ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ণ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ত) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে। অন্যথায়, ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না ও ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।

থ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

দ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৯. ডমিনেজ স্টিল বিল্ডিং সিস্টেমস (প্রাঃ) লিঃ, সাং-আউকপাড়া, থানাঃ আশুলিয়া, উপজেলাঃ সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ প্রি-পেইন্টেড গ্যালভানিয়াম স্টিল কয়েল প্রোফাইলিং এবং প্রি-ফেব্রিকেটেড স্টিল স্ট্রাকচার সামগ্রী প্রস্তুত)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র প্রি-পেইন্টেড গ্যালভানিয়াম স্টিল কয়েল প্রোফাইলিং এবং প্রি-ফেব্রিকেটেড স্টিল স্ট্রাকচার সামগ্রী প্রস্তুত এর জন্য প্রযোজ্য। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানায় কোন প্রকার Hazardous chemical, প্লাস্টিক, পলিথিন ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ মিশ্রিত ক্যান বা কন্টেইনার স্ক্র্যাপ কাচাঁমাল হিসেবে ব্যবহার করা যাবেনা।

গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে কালো ধোঁয়া ও বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

ঘ) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কারখানায় স্থাপিত Fume Extraction System সার্বক্ষণিক কার্যকারীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঙ) ইআইএ প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার Fume Extraction System-এর চিমনী এবং কারখানার চতুপার্শ্বস্থ বায়ুর গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক তার ফলাফল অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ছ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য (লৌহজাত স্ক্রাপ, লোহার গুড়া ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরিবেশসম্মতভাবে নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে ।

জ) ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।

ঝ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা ঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে ।

ঞ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, নোজ মাস্ক, সেফটি গ্লাস, হ্যান্ডগ্লোভস, হ্যালমেট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ট) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঠ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ড) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এষং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

খ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন

১. **ইকোটেক্স লিমিটেড, চান্দরা পল্লী বিদ্যুৎ , কালিয়াকৈর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং, ডাইং এন্ড ফিনিশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, বিদ্যমান ১৫০০ ঘনমিটার/দৈনিক ক্ষমতাসম্পন্ন ইটিপি-র স্থলে ৩৩০০ ঘনমিটার/দৈনিক ক্ষমতাসম্পন্ন সম্প্রসারিত ইটিপি-র ডিজাইন ও অন্যান্য কাগজপত্র, সংশোধিত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সম্প্রসারিত ইটিপি-র ডিজাইন এবং জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনসহ গত ১৯/০২/২০০৯ তারিখে পরিবেশ/ঢাবি/১৪৭২১/ছাড়-২৯৪ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তাবলী বহাল রাখার পাশাপাশি নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তসমূহ যুক্ত করে আগামী ১৮/০২/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে ঐ প্ল্যানে বর্ণিত কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লেখিত কার্যক্রম/কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।

গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

ঘ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঙ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।

চ) সব ধরনের বর্জ্যের ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায়, উৎসে বর্জ্য পৃথকীকরণ করতে হবে এবং বর্জ্য হ্রাস, পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ণ (3R - Reduce, Reuse & Recycle) নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

ছ) ইটিপি-র ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

জ) তরলবর্জ্য পরিশোধনের পর ফিল্টার প্রেসের মাধ্যমে সৃষ্ট স্লাজ নিজ চত্বরে কমপক্ষে ৬ মাস ধারণ করার পর শুষ্ক-মৌসুমে তা পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে রেজিষ্টার মেইনটেইন করতে হবে। এছাড়া কারখানার তরলবর্জ্য নির্গমন ইটিপি এর মাধ্যমে নির্গমন ব্যতীত কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে অপসারণ করা যাবেনা।

২. **মেসার্স পান্না ব্যাটারি লিঃ, পশ্চিম রসুলপুর, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ লেড ও লেড অক্সাইড প্রস্তুত ও ৮ ধরণের ব্যাটারি প্রস্তুত)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক** পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের জন্য দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ৫০ ঘনমিটার/দৈনিক ক্ষমতাসম্পন্ন ইটিপি-র ডিজাইন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক প্রযোজ্য ছাড়পত্র নবায়ন ফী আদায় সাপেৰে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ৩০/১২/২০০৭ তারিখে পরিবেশ/ঢাবি/১২৩৭১/ছাড়-১৫১৪ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তাবলী বহাল রাখার পাশাপাশি নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তসমূহ যুক্ত করে আগামী ২৯/১২/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

ক) এ পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন জারীর তিন মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে। অন্যথায়, ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না ও ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।

খ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

গ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।

ঘ) সব ধরনের বর্জ্যের ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায়, উৎসে বর্জ্য পৃথকীকরণ করতে হবে এবং বর্জ্য হ্রাস, পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ণ (3R - Reduce, Reuse & Recycle) নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

ঙ) ইটিপি-র ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

চ) তরলবর্জ্য পরিশোধনের পর ফিল্টার প্রেসের মাধ্যমে সৃষ্ট স্লাজ নিজ চত্বরে কমপক্ষে ৬ মাস ধারণ করার পর শুষ্ক-মৌসুমে তা পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে রেজিষ্টার মেইনটেইন করতে হবে। এছাড়া কারখানার তরলবর্জ্য নির্গমন ইটিপি এর মাধ্যমে নির্গমন ব্যতীত কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে অপসারণ করা যাবেনা।

ছ) আলোচ্য প্রকল্পের ভিতরে অবস্থিত খালের উপর ব্রীজ নির্মাণের পূর্বে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পত্র দাখিল করতে হবে।

গ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ ইআইএ অনুমোদন

১. **Lakdhanavi Bangla Power Limited, সাং- দৈয়ারা, ডাকঃ আহম্মদ নগর, জাঙ্গালিয়া, থানা ঃ- সদর দক্ষিন, জেলা-কুমিল্লা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৫২.২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন) ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র, **উপস্থাপিত** ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং **বিভাগীয় দপ্তরের মতামত** সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অর্ন্তভূক্ত থাকবে।

খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।

ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।

ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ করা যাবে।
ছ) তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে।
জ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে না ।

২. **মেসার্স আল-মুসলিম ইয়ার্ণ ডাইং লিঃ, ১৪ নং গেদ্দা, উলাইল, সাভার, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইয়ার্ণ ডাইং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে ইটিপিসহ সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অর্ন্তভূক্ত থাকবে।
খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে ।
ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ করা যাবে।
ছ) তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে।
জ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৩. **ইউনাইটেড আশুগঞ্জ এনার্জি লিঃ, (আশুগঞ্জ ২০০ মে.ওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট) আশুগঞ্জ, বি-বাড়ীয়া** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন) ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং **বিভাগীয় দপ্তরের মতামত** সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অর্ন্তভূক্ত থাকবে।
খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে ।
ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ করা যাবে।
ছ) তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে।
জ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে না ।

৪. **এশিয়া ব্যাটারি লিঃ, মরজাল বাসস্ট্যান্ড, রায়পুরা, নরসিংদী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ও সোলার ব্যাটারী উৎপাদন)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং **বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ** সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে ইটিপিসহ সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অর্ন্তভূক্ত থাকবে।
খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।
ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ করা যাবে।
ছ) তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে।
জ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৫. **বসুমতি ডিস্ট্রিবিউশন লিমিটেড, নন্দনখালী, হেমায়েতপুর, সাভার,ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ব্যবহৃত লুব অয়েল রি-সাইকেল)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং **বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ** সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অর্ন্তভূক্ত থাকবে।
খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।
ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ করা যাবে।
ছ) তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে।
জ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৬. **ঢাকা সাউদার্ন পাওয়ার জেনারেশন লিমিটেড, দৌলতপুর মৌজা, গ্রামঃ দৌলতপুর, কৈলাইল, নবাবগঞ্জ, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৫৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন) ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং **বিভাগীয় দপ্তরের মতামত** সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অর্ন্তভূক্ত থাকবে।
খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।
ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
ঙ) প্রকল্প চত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ করা যাবে।
ছ) তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে।

জ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে না ।

ঘ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ ইআইএ-র কার্যপরিধি অনুমোদন

১. **চট্টগ্রাম ওয়াসা জরুরী পানি সরবরাহ ও পুর্নবাসন প্রকল্প, ওয়াসা ভবন, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পানি সরবরাহ প্রকল্প)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র এবং ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

২. **ঘোড়াশাল ৩য় ইউনিট রি-পাওয়ারিং প্রকল্প-এর ToR অনুমোদনের জন্য আবেদন, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর, ঘোড়াশাল রি-পাওয়ার প্রকল্প, বিউবো, পলাশ, নরসিংদী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র এবং ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

ঙ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ অবস্থানগত ছাড়পত্র

১. **পূর্বাচল ইস্ট উড সিটি (ইনোভেটিভ হোল্ডিংস্ লিঃ), নলপাথর, কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৫৭০.২১ একর জমির ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত **প্রস্তাবিত অবস্থান,** জমির মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্র, **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত, সহকারী কমিশনার (ভূমি)-র প্রত্যয়নপত্র এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির সরেজমিন পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য/উপাত্ত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার কাঞ্চন (৪ ও ৫ নং শীট), নরাব, আমলাব, বেরক ও মাসিমাবাদ মৌজায় অবস্থিত মোট ৫৭০.২১ একর জমির ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) ৫৭০.২১ একর জায়গায় ইনোভেটিভ হোল্ডিংস্ লিঃ এর পূর্বাচল ইস্ট উড সিটি আবাসন প্রকল্পের জন্য এই অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের জায়গা সম্প্রসারণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট লে-আউট প্ল্যানের কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

গ) অনুমোদিত কার্যপরিধি (TOR)-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

ঘ) বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত ২০১২) অনুসরণে দাখিলকৃত লে আউট প্লান মোতাবেক খেলার মাঠ, পার্ক, রাস্তাঘাট, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, সবুজায়ন, পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার, গৃহস্থালী বর্জ্য collection site উন্নয়ন ইত্যাদি সার্বিক সুবিধাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে। এছাড়া, বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত ২০১২) অনুযায়ী অন্যান্য ইউলিটিজ সার্ভিসসমূহ প্রকল্পের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) প্রকল্পের জায়গার ভিতরে বিদ্যমান ক্রয়কৃত জমি ব্যতীত অন্য কোন জমিতে কোন প্রকার উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবেনা।

চ) Public Road network এ যানজট পরিহারের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য নিজস্ব উদ্যোগে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ছ) প্রকল্প উন্নয়নের সময় প্রকল্পের চারিদিকে অস্থায়ী প্রাচীর সৃষ্টি করতে হবে যা Sound barrier হিসেবে কাজ করবে ।

জ) এ প্রকল্পের কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট নর্দমা, খাল ও নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ কোন অবস্থাতেই বিঘ্ন করা যাবে না এবং কোন প্রকার জলাভূমি ভরাট করা যাবে না।

ঝ) আলোচ্য প্রকল্পে Rain Water Hervestig এবং পানি রিসাইক্লিং-এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ঞ) আলোচ্য প্রকল্পের সার্বিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় বিধিবদ্ধ মানমাত্রার জেনারেটর ব্যবহার, প্রতিটি প্লটের সম্মুখস্থ রাস্তার প্রশস্থতা, অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী গাড়ী পাকিং এর ব্যবস্থা, অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণকল্পে যথোপযুক্ত ব্যবস্থার সুবিধাদি রাখতে হবে।

ট) রাজউক/অনুমোদিত সংস্থা অনুমোদিত প্লানের বাইরে প্রকল্পের কোনরুপ পরিবর্তন/পরিবর্ধন সাধন করা যাবে না।

ঠ) ইআইএ প্রতিবেদনে দাখিলকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে এবং প্রকল্পের প্রস্তাবিত অবস্থান বিষয়ে রাজউক/অনুমোদিত সংস্থার অনুমোদন সংগ্রহ করে উপরে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ড) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

২. **রতনপুর অক্সিজেন লিঃ, বায়েজিদ বোস্তামি রোড, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও আর্গন গ্যাস উৎপাদন)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত **প্রস্তাবিত অবস্থান** ও **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অফিস কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) অনুমোদিত TOR- এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা এবং তরল বর্জ্য পরিশোধনের ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা, স্থাপিতব্য ইটিপি-এর ডিটেইল ডিজাইন (ক্যালকুলেশনসহ) এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রতিবেদনে অন্যান্যের মধ্যে Spent lubricating oil, oil Filter এবং Sludge ব্যবস্থাপনার বিবরণী ও ড্রেনেজ প্লান অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।

চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট , চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৩. **ইন্সটলেশন অফ ৫ মে.ও. সোলার পিভি গ্রীড কানেক্টেড পাওয়ার জেনারেশন প্লান্ট, কাপ্তাই প্রকল্প, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড** ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৫ মে. ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র, আইইই **প্রতিবেদন ও অন্যান্য** কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রকল্পের প্রস্তাবিত **অবস্থান** এবং **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) অনুমোদিত TOR- এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

খ) অনুমোদিত TOR- এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।

ঙ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ মাল্টিডিসিপ্লিনারী টীমের মাধ্যমে ইআইএ প্রণয়ন করতে হবে।

চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট , চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৪. **বিলট্রেড ফয়েলস লিমিটেড, কালামপুর, ধামরাই, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল উৎপাদন)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত **প্রস্তাবিত অবস্থান** ও **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) অনুমোদিত TOR- এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা এবং তরল বর্জ্য পরিশোধনের ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা, স্থাপিতব্য ইটিপি-এর ডিটেইল ডিজাইন (ক্যালকুলেশনসহ) এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রতিবেদনে অন্যান্যের মধ্যে Spent lubricating oil, oil Filter এবং Sludge ব্যবস্থাপনার বিবরণী ও ড্রেনেজ প্লান অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।

চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাক্স, বুট , চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না ।

৫. **ট্রান্স ইউনিক পাওয়ার লিঃ, বহেরার চালা, শ্রীপুর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ট্রান্সফরমার ও সাব-ষ্টেশন ইকুইপমেন্ট তৈরী)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত **প্রস্তাবিত অবস্থান** ও **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) অনুমোদিত TOR- এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা এবং তরল বর্জ্য পরিশোধনের ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা, স্থাপিতব্য ইটিপি-এর ডিটেইল ডিজাইন (ক্যালকুলেশনসহ) এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রতিবেদনে অন্যান্যের মধ্যে Spent lubricating oil, oil Filter এবং Sludge ব্যবস্থাপনার বিবরণী ও ড্রেনেজ প্লান অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।

চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাক্স, বুট , চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না ।

৬. **Conversion of Baghabari 100 MW GT Power plant to 150 MW Combined Cycle Power Plant Project., মৌজাঃ শেলাচীপাড়া, ইউনিয়নঃ রূপবতী বাঘাবাড়ী, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত **প্রস্তাবিত অবস্থান** ও **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অফিস কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) অনুমোদিত TOR- এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা এবং তরল বর্জ্য পরিশোধনের ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা, স্থাপিতব্য ইটিপি-এর ডিটেইল ডিজাইন (ক্যালকুলেশনসহ) এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রতিবেদনে অন্যান্যের মধ্যে Spent lubricating oil, oil Filter এবং Sludge ব্যবস্থাপনার বিবরণী ও ড্রেনেজ প্লান অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।

চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাক্স, বুট , চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৭. **সাউদার্ন পেপার মিলস লিঃ, গ্রামঃ বর্তাপাড়া, পোঃ আলীমপাড়া, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ রাইটিং প্রিন্টিং পেপার, অফসেট পেপার, কম্পিউটার পেপার, আর্টপেপার উৎপাদন)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত **প্রস্তাবিত অবস্থান** ও **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) অনুমোদিত TOR- এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা এবং তরল বর্জ্য পরিশোধনের ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা, স্থাপিতব্য ইটিপি-এর ডিটেইল ডিজাইন (ক্যালকুলেশনসহ) এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রতিবেদনে অন্যান্যের মধ্যে Spent lubricating oil, oil Filter এবং Sludge ব্যবস্থাপনার বিবরণী ও ড্রেনেজ প্লান অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।

চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাক্স, বুট , চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

চ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. **এএমসি নিট কম্পোজিট লিঃ, বানিয়ারচালা, মেম্বারবাড়ী, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং, ডাইং ও ফিনিসিং ও গার্মেন্টস)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন, বিশ্লেষিত ফলাফল, উপস্থাপিত তথ্য/উপাত্ত এবং **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে প্রধান বন সংরক্ষকের মতামত প্রাপ্তির লক্ষ্যে নথিটি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরে প্রেরণের জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২. **হোটেল সী ওয়ার্ল্ড, হোটেল মোটেল জোন, কলাতলী, কক্সবাজার** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পাঁচ তারকা মানের হোটেল) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি ফরম্যাট, পরিদর্শন প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত এবং আলোচ্য প্রকল্পের অবস্থান ও সার্বিক পরিবেশগত দিক-এর উপর উদ্যোক্তা কর্তৃক উপস্থাপনা সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য বিদ্যমান হোটেলের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ
   (ক) হোটেল ভবন হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পত্র দাখিল করতে হবে।
   (খ) সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীর প্রত্যয়নসহ অনুমোদিত Structural Design দাখিল করতে হবে।
   (গ) আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সিভিল এ্যাভিয়েশন কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র দাখিল করতে হবে।
   (ঘ) বিদ্যমান হোটেলটিতে পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত বিধায় অবিলম্বে পয়ঃ পরিশোধন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময়সীমাসহ পয়ঃ পরিশোধন ব্যবস্থার ডিটেইল লে-আউট প্ল্যান এবং তা বাস্তবায়নের সময়সীমা উল্লেখপূর্বক অঙ্গীকারনামা দাখিল করতে হবে।
   (ঙ) বিদ্যমান হোটেল ভবনটিতে বিভিন্ন ইউটিলিটি ও সেবা সার্ভিস-এর ক্ষেত্রে কি ধরনের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে সে বিষয়ে একটি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

৩. **ব্লেসিং এগ্রোভেট ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, ঝাউলাহাটা চৌরাস্তা, হযরতনগর, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সার ও কীটনাশক রি-প্যাকিং)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ
   (ক) আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের লাইসেন্সের কপি দাখিল করতে হবে।
   (খ) কীটনাশক ও সারের ধরন (দানাদার/তরল) উল্লেখপূর্বক নামের তালিকা সংক্রান্ত কাগজপত্র দাখিল করতে হবে।
   (গ) আলোচ্য প্রকল্পের কোন তরল বর্জ্য বাইরে নির্গমন করা হবে না মর্মে অঙ্গীকারণামা দাখিল করতে হবে।

৪. **প্রমোট এগ্রো লিমিটেড, সেক্টর-৮, প্লট-এইচ ১২, শিল্প এলাকা, উপশহর, যশোর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সার এবং বালাইনাশক রি-প্যাকিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৫. **যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিঃ, তারাকান্দি, সরিষাবাড়ী, জামালপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সার উৎপাদন)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অবস্থান ও সার্বিক পরিবেশগত দিক ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৬. **ফজিলাতুন্নেছা কুদ্দুস হাসপাতাল, রিকাবী বাজার, মিরকাদিম পৌরসভা, মুন্সিগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাসপাতাল)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৭. **মেসার্স ইকো এইড লিঃ, হোল্ডিং নং-৪৫৮, বিসিক ৩ নং গেট, বিসিক শিল্পনগরী, সদর, পাবনা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কীটনাশক ও সার রি-প্যাকিং)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য কারখানার পাশে চাতাল ও ডাল মিল থাকায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (BARC) এর লাইসেন্স ও ফার্টিলাইজার এসোসিয়েশনের সদস্যপদের কপি দাখিল সাপেক্ষে কেবলমাত্র সার-রিপ্যাকিং এর বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৮. **মদিনা এনার্জি বাংলাদেশ লিঃ, গ্রামঃ বেলতৈল, ডাকঃ চিতেশ্বরী, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টায়ার পাইরোলাইসিস)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ছাড়পত্র কমিটির সরেজমিন পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য/উপাত্ত এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য কারখানার নিকটে কিন্ডারগার্ডেন স্কুল রয়েছে বিধায় পরিবেশগত দিক বিবেচনায় আলোচ্য প্রকল্পের অবস্থান গ্রহণযোগ্য নয় মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এমতাবস্থায়, অবিলম্বে কারখানাটি পরিবেশসম্মত অন্য কোন স্থানে স্থানান্তরের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৯. **মিয়ান লিফ লিঃ, গ্রামঃ সাপ্টিবাড়ী, উপজেলাঃ আদিতমারী, লালমনিরহাট** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ তামাক প্রসেসিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ছাড়পত্র কমিটির সরেজমিন পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য/উপাত্ত এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য কারখানার নিকটে দৃষ্টি প্রতিবন্ধি স্কুল ও প্রাথমিক বিদ্যালয় বিদ্যমান থাকায় পরিবেশগত দিক বিবেচনায় আলোচ্য প্রকল্পের অবস্থান গ্রহণযোগ্য নয় মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। এমতাবস্থায়, অবিলম্বে কারখানাটি পরিবেশসম্মত অন্য কোন স্থানে স্থানান্তরের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

১০. **মেসার্স আজিজ ক্রাসিং ফ্যাক্টরি, রণচন্ডি, উপজেলাঃ কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ তামাকের ডাটা, মুথা ক্রাসিং করে তামাকের গুড়া উৎপাদন)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র, ইএমপি **প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন,** ছাড়পত্র কমিটির সরেজমিন পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য/উপাত্ত **এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা** করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য কারখানার কার্যক্রম পরিচালনার ফলে সৃষ্ট Dust ও গন্ধ নিয়ন্ত্রনের জন্য যথাযথ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা অবহিত করার পর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

১১. **বিক্রমপুর স্টিল লিঃ, বরপা, রূপসী, রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ স্টীল ও রি-রোলিং মিল) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য/উপাত্ত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(ক) আলোচ্য প্রকল্পের পূর্নাঙ্গ ইএমপি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।
(খ) বুয়েটের প্রত্যয়নপত্রসহ ATP (Air Treatment Plant)-এর Specification দাখিল করতে হবে।
(গ) আলোচ্য প্রকল্পের সম্প্রসারণ কত সালে হয়েছে এবং বর্তমানে এই প্রকল্পের আওতায় কয়টি স্টীল মিল ইউনিট (ফার্নেসসহ) এবং রি-রোলিং ইউনিট রয়েছে তার তথ্যাদি দাখিল করতে হবে।
(ঘ) বর্তমানে কারখানার মোট মূলধন কত সে বিষয়ে তথ্য দাখিল করতে হবে।
(ঙ) আলোচ্য প্রকল্পের হালনাগাদ মূলধন অনুযায়ী পরিবেশগত ছাড়পত্র ফী দাখিল করতে হবে।

১২. **নীনা হোল্ডিং লিঃ, ২২৭/এ, তেজগাঁও, শিল্প এলাকা, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জেনারেটরের মাধ্যমে ৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অবস্থান ও সার্বিক পরিবেশগত দিক ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৩. **রশিদপুর কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্লান্ট, বাহুবল, হবিগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্লান্ট)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

১৪. **আরিফ এন্টারপ্রাইজ, তারাব, রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মশার কয়েল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য কারখানার নিকটে বেকারী রয়েছে বিধায় পরিবেশগত দিক বিবেচনায় আলোচ্য প্রকল্পের অবস্থান গ্রহণযোগ্য নয় মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। এমতাবস্থায়, অবিলম্বে কারখানাটি পরিবেশসম্মত অন্য কোন স্থানে স্থানান্তরের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

১৫. **অবন্তি কালার টেক্স লিঃ, প্লট নং-এসএ-৬৪৬, শাসনগাও, এনায়েতনগর, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ফিনিস্ড নীট ফেব্রিক্স)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্র ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক রিভিউ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৬. **হোসনে আরা জেনারেল হাসপাতাল এন্ড ডায়গনস্টিক সেন্টার, সন্তোষপাড়া, সিরাজগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাসপাতাল)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

১৭. **শারমিন ফ্যাশনস লিঃ(জেনারেটর), জিরাব, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জেনারেটর)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অবস্থান ও সার্বিক পরিবেশগত দিক ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৮. **এহসান স্টিল এন্ড রি-রোলিং মিলস লিঃ, সাং-চরপাথরঘাটা, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ স্টিল মিল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অবস্থান ও সার্বিক পরিবেশগত দিক ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯. **বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ড, বিয়ানীবাজার, সিলেট** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্যাস প্রসেসিং প্ল্যান্ট)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২০. **কৈলাশটিলা ষ্ট্রাকচারে ১ টি মূল্যায়ন তেল কূপ/উন্নয়ন গ্যাস কূপ খনন প্রকল্প, দাড়িপাতন, গোপালগঞ্জ, সিলেট** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কূপ খনন/ড্রিলিং প্রকল্প)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২১. **কৈলাশটিলা গ্যাস ফিল্ড, সিলেট গ্যাস ফিল্ড, পানিছড়া, চিকনাগুল, উপজেলা- জৈন্তাপুর, জেলা-সিলেট** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্যাস প্রসেসিং প্ল্যান্ট)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২২. **এমএসটিই প্লান্ট অপারেশন, (কৈলাশটিলা), গোলাপগঞ্জ, সিলেট** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্যাস প্রসেসিং প্ল্যান্ট)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২৩. **হরিপুর গ্যাস ফিল্ডস লিঃ, পানিছড়া, চিকনাগুল, উপজেলা- জৈন্তাপুর, জেলা-সিলেট** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্যাস প্রসেসিং প্ল্যান্ট)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২৪. **বাখরাবাদ ৫ নং কূপ পুনঃসম্পাদন প্রকল্প, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিঃ, সাং-বাখরাবাদ, মুরাদনগর, কুমিল্লা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কূপ পুন:সম্পাদন/ওয়ার্কওভার প্রকল্প)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২৫. **ওরাসকম টেলিকম বাংলাদেশ লিমিটেড, গ্রামঃ তোকির হাট, থানাঃ ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মোবাইল ফোনের টাওয়ার স্থাপন)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের রীট পিটিশন নম্বর ১৪২৫৮/২০১২ এ প্রদত্ত আদেশে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন-কে বিভিন্ন মোবাইল টাওয়ারের কারণে মানব স্বাস্থ্যের উপর কি ধরনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পড়ছে এবং এ ধরনের টাওয়ার থেকে কি ধরনের তেজস্ক্রিয়তা বিকিরিত হচ্ছে এ সম্পর্কে ০৪ সপ্তাহের মধ্যে একটি প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, মহামান্য আদালত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব-কে ০৭ দিনের মধ্যে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ও মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধি সমন্বয়ে ০৭ সদস্যের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন এবং এই কমিটিকে দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত মোবাইল টাওয়ারের রেডিয়েশনের কারনে স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও পরিবেশের উপর কি ধরনের প্রভাব পড়ছে তা পরীক্ষান্তে ০৩ মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি অবহিত করে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক উদ্যোক্তাদের পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২৬. **এশিয়ান ট্রেডিং কর্পোরেশন, বাড়ী# ১২/১, রোড#২, ভাওয়ালীপাড়া, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টয়লেট ক্লিনার, ভিক্সল কিং, এশিয়া বিক্সল, বেস্ট ক্লিনার, টাইলস পুটিং ইত্যাদি উৎপাদন)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২৭. **বিদ্যমান বাঘাবাড়ী ১০০ মেগাওয়াট জিটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বাঘাবাড়ী, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২৮. **প্রসেস প্লান্টসহ তিতাস গ্যাস ৰেত্রে কূপ খনন (কূপ নং- ১৭,১৮) শীর্ষক প্রকল্প-এর আওতায় স্থাপিত গ্যাস প্রসেসিং পৱান্টের পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন প্রসঙ্গে, বিরাসর, বি-বাড়ীয়া, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিঃ (বিজএিফসিএল), পেট্রোসেন্টার (১৫ তলা), ৩ কাওরানবাজার বা/এ, ঢাকা-১২১৫** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্যাস প্রসেসিং পৱ্যান্ট)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২৯. **মদিনা সিমেন্ট মিলস লিঃ, মুন্সিখোলা, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সিমেন্ট কারখানা)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৩০. **বি আর এল এসোসিয়েটস, কুতুবাইল, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ লুবঅয়েল রিসাইক্লিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অবস্থান ও সার্বিক পরিবেশগত দিক ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩১. **সাভার উপজেলার তেতুলঝরা-ভাকুর্তা এলাকায় ওয়েল ফিল্ড নির্মাণ (১ম পর্ব) প্রকল্প, ঢাকা ওয়াসা ভবন (১০ম তলা), ৯৮, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ভূ-গর্ভস্থ কূপ থেকে উত্তোলনপূর্বক পাইপলাইনের মাধ্যমে সুপেয় পানি সরবরাহ)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৩২. **Installation of Wellhead Gas Compressor at Titas (Location-c) and Narsingdi Gas Fields. বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড, বিরাসার, বি-বাড়িয়া** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্যাস প্রসেসিং প্ল্যান্ট)ঃ**উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৩৩. **নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট (নবিদেপ), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৩৪. **মেসার্স বুরো ভেরিটাস কনজ্যুমার প্রডাক্ট সার্ভিসেস (বিডি) লিঃ, প্লট-১৩০, ডিইপিজেড এক্সটেনশন এরিয়া, সাভার, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টেস্টিং এবং ইন্সপেকশন সার্ভিস)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অবস্থান ও সার্বিক পরিবেশগত দিক ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ছ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন

১. **আসওয়াদ কম্পোজিট মিলস লিঃ, বেড়াইদেরচালা, শ্রীপুর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং, ডাইং, ফিনিশিং ও পোষাক প্রস্তুত)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক** পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের জন্য দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান দাখিলের পর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২. **মেসার্স ডিভাইন টেক্সটাইল লিঃ, চন্দ্রা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং, ডাইং ও গার্মেন্টস)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, বিদ্যমান ৪০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতাসম্পন্ন ইটিপি-র পাশাপাশি ৪০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতাসম্পন্ন সম্প্রসারিত ইটিপি-র সংশোধিত ডিজাইন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান দাখিলের পর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

জ) **সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ ইআইএ অনুমোদন**

১. **সামিট বিবিয়ানা 1&2 (৩৪১ x 2 MW) কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎকেন্দ্র, পারকুল, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৩৪১ মে.ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ইআইএ প্রতিবেদন এবং **বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ** সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে সভার আলোচনা মোতাবেক উদ্যোক্তা কর্তৃক শুধুমাত্র সামিট বিবিয়ানা-2 প্রকল্পের সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২. **মেসার্স বিসিএল পেপার মিলস লিঃ, সাং-ঠেঙ্গামারা (রংপুর রোড), গোকুল, উপজেলা-সদর, বগুড়া** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিউজপ্রিন্ট কাগজ উৎপাদন)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ইআইএ প্রতিবেদন এবং **বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ** সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অফিস হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(ক) বিদ্যমান ও নতুন ইটিপি-র ক্ষমতা উল্লেখপূর্বক ডিটেইল ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন দাখিল করতে হবে।
(খ) বিদ্যমান ও নতুন কারখানায় কি পরিমান তরল বর্জ্য উৎপন্ন হচ্ছে/হবে, তার কত অংশ রিসাইকেল ও ডিসচার্জ করা হবে তা দাখিল করতে হবে।
(গ) আলোচ্য কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা ও কি পরিমান পানি ব্যবহার করা হবে তা দাখিল করতে হবে।
(ঘ) জমির মালিকানা সম্পর্কিত কাগজপত্র দাখিল করতে হবে।
(ঙ) আলোচ্য প্রকল্পের হালনাগাদ বিনিয়োগ বোর্ডের নিবন্ধনপত্র দাখিল করতে হবে।
(চ) আলোচ্য প্রকল্পের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান দাখিল করতে হবে।

৩. **বড়পুকুরিয়া ২৭৫ মেঃ ওঃ কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়নবোর্ড, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, উপস্থাপিত ইআইএ প্রতিবেদন এবং **বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ** সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে সভার আলোচনা মোতাবেক উদ্যোক্তা কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৪. **শাহজাহানউল্লাহ পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিঃ, গ্রামঃ আখালিয়াঘাট, মৌজাঃ কুমারগাঁও, থানাঃ জালালাবাদ, সিলেট** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২৫ মে.ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৫. **ঘোড়াশাল ৩০০-৪৫০ মে.ওয়াট সিসিপিপি নির্মাণ প্রকল্প, পলাশ, নরসিংদী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, উপস্থাপিত ইআইএ প্রতিবেদন এবং **বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ** সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে সভার আলোচনা মোতাবেক উদ্যোক্তা কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৬. **Central Effluent Treatment Plant (CETP) of Comilla EPZ, Sigma Engineers Ltd., T.K. Bhaban(9th Floor), 13, Karwan Bazar, Dhaka-1215** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সেন্ট্রাল ইটিপি নির্মাণ) ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

ঝ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহঃ অবস্থানগত ছাড়পত্র

১. **এএমসিএল ব্যাটারি কোং লিঃ, গ্রামঃ বানিয়ারচালা মৌজাঃ ৩ নং মাহনা ভবানীপুর, ইউনিয়নঃ ভাওয়ালগড়, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ও সোলার ব্যাটারী উৎপাদন) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই **প্রতিবেদন,** পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত **প্রস্তাবিত অবস্থান**, উপস্থাপিত তথ্য/উপাত্ত এবং **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে প্রধান বন সংরক্ষকের মতামত প্রাপ্তির লক্ষ্যে নথিটি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরে প্রেরণের জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২. **ডেল্টা হেলথ কেয়ার চট্টগ্রাম লিঃ, ২৮ কাতালগঞ্জ, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাসপাতাল)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত **অবস্থান** এবং **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হাসপাতাল ভবন হিসেবে অনুমোদন পত্র দাখিলের পর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৩. **কলম্বিয়া অ্যাপারেলস লিমিটেড (ইউনিট-২), বানিয়ারচারা, ভবানীপুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডেনিম প্যান্ট/গার্মেন্টস প্রস্তুত) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই **প্রতিবেদন,** পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত **প্রস্তাবিত অবস্থান**, উপস্থাপিত তথ্য/উপাত্ত এবং **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে প্রধান বন সংরক্ষকের মতামত প্রাপ্তির লক্ষ্যে নথিটি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরে প্রেরণের জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৪. **এয়াকুব ফিউচার পার্ক, খুলশী, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাইজিং প্রকল্প)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত **অবস্থান** এবং **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অবস্থান ও সার্বিক পরিবেশগত দিক ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৫. **মেসার্স আফরোজা বার্ণিং অয়েল, দেওগ্রাম চারমাথা, ডাকঃ দূর্গাপুর, উপজেলাঃ কাহালু, বগুড়া** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টায়ার পাইরোলাইসিস)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র, আইইই **প্রতিবেদন,** সরেজমিন পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য/উপাত্ত, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান, **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, আলোচ্য কারখানাটি অবস্থানগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করলেও সরেজমিন পরিদর্শনকালে কারখানাটি চালু অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। কারখানাটিতে দূষণ নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা না থাকায় আশেপাশে কার্বন ব্লাকের ডাস্ট ছড়িয়ে পড়ছে এবং তীব্র কটু গন্ধ পাওয়া যায়। আলোচ্য কারখানার উত্তর-পশ্চিমদিকে আনুমানিক ১০০-১২০ ফুট দূরে বেশ কয়েকটি গ্রাম্য বসতবাড়ী রয়েছে। পরিদর্শনকালে উক্ত বাড়ীসমূহের বাসিন্দাগণ তীব্র কটু গন্ধ ও কার্বন ব্লাক ডাস্ট জনিত দূষনের বিষয়ে অভিযোগ করেন এবং জানান যে, এ ব্যাপারে ইতোপূর্বে পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়, বগুড়া বরাবর লিখিত অভিযোগ করলেও তারা কোন প্রতিকার পাননি। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর অবস্থানগত বিবেচনায় কারখানাটির অবস্থান গ্রহণযোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও এবং অবস্থানগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকেই কারখানার কার্যক্রম শুরু করায় অবিলম্বে কারখানাটির কার্যক্রম বন্ধ করে পরিবেশসম্মত অন্য কোন স্থানে স্থানান্তরের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করার বিষয়ে সুপারিশ গৃহীত হয়। একই সাথে আলোচ্য কারখানার বিষয়ে অত্র দপ্তরের এনফোর্সমেন্ট শাখা কর্তৃক তদন্ত করারও সুপারিশ গৃহীত হয়।

৬. **কিংশুক ফার্মস লিঃ, মাঙ্গাল পাড়া, পেঁচার দ্বীপ, হিমছড়ি, কক্সবাজার** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বাটার ফ্লাই পার্ক) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই **প্রতিবেদন,** পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত **প্রস্তাবিত অবস্থান** এবং **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৭. **এ এফ সি স্কট হাসপাতাল, ১৭ এ, মজিদ স্মরণী, সোনাডাঙ্গা, খুলনা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাসপাতাল)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত **অবস্থান** এবং **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে হাসপাতাল ভবন হিসেবে অনুমোদন পত্র দাখিলের পর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৮. **টাংগাইল জেলার সদর উপজেলা-সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলা ভায়া মাকরকোল সড়কে ১৪+৫৮৮ কিঃ মিঃ চেইনেজে ধলেশ্বরী নদীর উপর প্রস্তাবিত ৬০০ মিঃ পিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মান, নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, এলজিইডি, টাংগাইল** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৬০০ মিঃ পিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মান)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৯. **২টি বেইজমেন্টসহ ১৪ (চৌদ্দ) তলা বিশিষ্ট ৫ টি আবাসিক ভবন নির্মান প্রকল্প, উত্তরন বহুমুখী সমবায় সমিতি প্লট নং-১/৪ এ, ব্লক- ডি, সেকশন-১৫, মিরপুর, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ আবাসিক ভবন নির্মান)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

১০. **১৫০ কিলোওয়াট সোলার মিনি গ্রীড, পিএম সোলার এনার্জি লিঃ, সেন্টমার্টিন, কক্সবাজার** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত **প্রস্তাবিত অবস্থান** এবং **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(ক) প্রস্তাবিত ইআইএ প্রতিবেদনের কার্যপরিধি (ToR) সহ প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা (IEE) প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।
(খ) আলোচ্য প্রকল্পের প্রজেক্ট প্রোফাইল/ডিপিপি/সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।
(গ) নির্ধারিত ছকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি পত্র দাখিল করতে হবে।
(ঘ) দূরত্ব নির্দেশক লোকেশন ম্যাপ দাখিল করতে হবে।

১১. **নিকেতন হোটেল লিঃ, টাইগারপাস, বাটালি হিলস, আমবাগান, মৌজাঃ দৰিণ পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পাঁচ তারকা মানের হোটেল)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত **অবস্থান** এবং **বিভাগীয় দপ্তরের** মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অবস্থান ও সার্বিক পরিবেশগত দিক ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ঞ) বিবিধ ঃ

১. **সিলভার কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলস লিঃ, বিকেবাড়ী, তালতলী, মণিপুর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইয়ার্ণ ডাইং, ওভেন ফ্যাব্রিক্স বুনন ও গার্মেন্টস) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই চেকলিষ্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিবেশ ও বন অধিদপ্তরের যৌথ পরিদর্শন প্রতিবেদন, প্রধান বন সংরৰকের মতামত এবং প্রকল্পের প্রস্তাবিত অবস্থান বিষয়ে বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, কারখানাটির অবস্থান ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের আওতাভুক্ত বিশেয়া কুড়িবাড়ী মৌজার মধ্যে অবস্থিত। কারখানাটিতে ইয়ার্ণ ডাইং, ওভেন ফ্যাব্রিক্স বুনন ও গার্মেন্টস তৈরীর কার্যক্রম পরিচালিত হবে। কারখানায় দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা (ETP) নির্মাণ করা হবে মর্মে উদ্যোক্তার দাখিলকৃত কাগজপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। জাতীয় পরিবেশ কমিটির তৃতীয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত নং ১০.১ অনুযায়ী আলোচ্য কারখানাটির অনুকূলে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় থেকে অনাপত্তি গ্রহণের সুপারিশ গৃহীত হয়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তর থেকে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২. **কটন টেক্সটাইল এন্ড অ্যাপারেলস লিঃ, জহরচান্দা, বেলমা, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা-এর নাম ও মালিকানা পরিবর্তন প্রসঙ্গে** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং ও অ্যাপারেলস)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর উদ্যোক্তা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান থেকে আলোচ্য কারখানার নাম ও মালিকানা পরিবর্তনের বৈধ কাগজপত্র সংগ্রহপূর্বক তা দাখিলের পর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৩. **ওয়াই কে কে বাংলাদেশ প্রাঃ লিঃ, প্লট-৬-১৬, বর্ধিতাংশ ইপিজেড, গনকবাড়ী, সাভার, ঢাকা-এর জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদন প্রসঙ্গে** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জিপার তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও সংশোধিত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।

গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

৪. **আরিয়ান কেমিক্যালস লিঃ, মদনমোহনপুর, শোল্লা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা-এর উৎপন্ন দ্রব্যের সাথে নতুন পন্য যুক্তকরন প্রসঙ্গে** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এ্যালুমিনিয়াম সালফেট (এ্যালাম), ফেরাস সালফেট ও ক্যালসিয়াম কার্বনেট তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য কারখানায় এ্যালুমিনিয়াম সালফেট (এ্যালাম) ও ফেরাস সালফেট উৎপাদনের পাশাপাশি ক্যালসিয়াম কার্বনেট তৈরীর অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৫. **পুরোনো/অব্যবহৃত/অকেজো টেলিকম সরঞ্জামাদি ধ্বংসকরনের নিমিত্ত অনাপত্তিপত্রের আবেদন প্রসঙ্গে,** Robi Axiata Limited, Robi Corporate Office, 53 Gulshan South Avenue, Gulshan-1,Dhaka-1212 (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অকেজো টেলিকম সরঞ্জামাদি ধ্বংসকরন) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর থেকে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে অনাপত্তি পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৬. **মেসার্স জাহাঙ্গীর এন্টারপ্রাইজ, প্লট নং-৪১, বেগমগঞ্জ হাউজিং সোসাইটি, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কেমিক্যাল গুদাম)ঃ **উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত** আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং **বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ** সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় আলোচ্য কেমিক্যাল গুদামের অবস্থান হাউজিং এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় পরিবেশগত দিক বিবেচনায় প্রকল্পের অবস্থান গ্রহণযোগ্য নয় মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। এমতাবস্থায়, অবিলম্বে গুদামটি পরিবেশসম্মত অন্য কোন স্থানে স্থানান্তরের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৭. **এ এস এম কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড, টেপিরবাড়ি, শ্রীপুর, গাজীপুর -এর জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদন প্রসঙ্গে** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কষ্টিক সোডা, ক্লোরিন, স্টেবল ব্লিচিং পাউডার, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, সিপিডাব্লিউ, এষ্টিভেটেড ব্লিচিং আর্থ, সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড এবং হাইড্রোজেন পার অক্সাইড উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৮. **এটিএন কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ, প্লট#৯, রোড#২০, শ্যামপুর শি/এ, ঢাকা-এর অবস্থানগত ছাড়পত্র বাতিল প্রসঙ্গে** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মশার কয়েল উৎপাদন)ঃ পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ২০২তম সভার কার্যবিবরনীর সিদ্ধান্ত নং-গ(২) এবং উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত অন্যান্য কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তার আবেদনের প্রেক্ষিতে আলোচ্য প্রকল্পের অনূকূলে গত ২৩/০১/২০১২ তারিখে ৩০.২৬.৭৬.৪.৬৪.২০১০১০/ছাড়-০২ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে প্রদত্ত অবস্থানগত ছাড়পত্র বাতিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৯. **মাল্টিফ্যাবস লিমিটেড, নয়াপাড়া, কাশিমপুর, গাজীপুর-এর তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদন প্রসঙ্গে** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিট কম্পোজিট গার্মেন্টস)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও সংশোধিত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

১০. **মেসার্স আল-মুসলিম ওয়াশিং লিঃ, কর্ণপাড়া, সাভার, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ওয়াশিং এবং টিন্টিং/ওভার ডাইং)ঃ আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৭১তম সভার সিদ্ধান্ত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ২৬/১২/২০১৩ তারিখে ৩০.২৬.৭২.৩.২২১.১৩১১২/ছাড়-৪৪ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে প্রদত্ত ছাড়পত্রের সকল শর্ত অপরিবর্তিত রেখে নিম্নোক্ত শর্ত যুক্ত করে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক সংশোধিত পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

"এই কারখানায় ওয়াশিং কার্যক্রমের জন্য ইতোপূর্বে প্রদত্ত সকল ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে"।

১১. **মার্শাল এগ্রোভেট কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, ভাওয়ারভিটি, দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা-নামক কারখানার অনুকূলে প্রদত্ত পরিবেশগত ছাড়প্রত্রের শর্ত সংশোধন প্রসঙ্গে (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম**ঃ বিভিন্ন ধরনের দানাদার ও তরল পেস্টিসাইড রি-প্যাকিং ও ফরমুলেশন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, অঙ্গীকারণামা এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস কর্তৃক গত ২১/১০/২০১২ তারিখে পরিবেশ/ঢাবি/১৭০৪৫/ঢাকা/ লাল/ছাড়-৩৫ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে প্রদত্ত ছাড়পত্রের ১৭নং শর্ত "কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে" সংশোধনপূর্বক এর স্থলে "কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি ছয় মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ২(দুই) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে" প্রতিস্থাপন এবং **নিম্নোক্ত** নতুন শর্ত যুক্ত করার জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

"উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত অঙ্গীকারণামা অনুযায়ী এই কারখানা থেকে সৃষ্ট তরল বর্জ্য কোনক্রমেই কারখানার বাইরে নির্গমন করা যাবে না"।

(সৈয়দ নজমুল আহসান)	**(একেএম রফিকুল ইসলাম)**	**(এস, এম, তারিক)**	**(এস, এম, আহসানুল আজিজ)**
উপ-পরিচালক (পরিঃ ছাড়পত্র)	উপ-পরিচালক (গবেঃ ও মনিঃ)	উপ-পরিচালক (ইআইএ)	উপ-পরিচালক (জলঃ পরিবর্তন)
ও	ও	ও	ও
সদস্য-সচিব	**সদস্য**	**কো-অপট্ সদস্য**	**সদস্য**

(ড. মুঃ সোহরাব আলি)	**(মুহাম্মদ সোলায়মান হায়দার)**	**(মোঃ জিয়াউল হক)**
উপ-পরিচালক (পানি ও জৈব)	উপ-পরিচালক (প্রাঃ সঃ ব্যঃ)	উপ-পরিচালক (আইন)
ও	ও	ও
কো-অপট্ সদস্য	**সদস্য**	**সদস্য**

(আফরিন আকতার)	**(মোঃ জাফর সিদ্দিক)**	**(মোঃ শাহ্জাহান)**
পরিচালক (গবেষণাগার)	পরিচালক (আইন)	অতিরিক্ত মহাপরিচালক
ও	ও	ও
সদস্য	**সদস্য**	**আহবায়ক**